ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

মন্দা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপটে দেশের রপ্তানি খাতের দৃঢ়তা ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকায় দেশের অর্থনীতি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় উভয়ই যথাক্রমে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের কারণে ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রপ্তানি ৩.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৮৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি ১০.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

বিশ্বব্যাপী নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও উচ্চ আয় বৈষম্যের মত কাঠামোগত সমস্যা অবিরাম অব্যাহত থাকলেও বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাণিজ্যসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবছরও মধ্যম পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook, April, 2017 অনুযায়ী ২০১৬ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.১ শতাংশ যা ২০১৫ সালে ছিল ৩.৪ শতাংশ। Outlook-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশ হতে পারে। ২০১৮ সাল নাগাদ বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতে পারে। এ সময় প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩.৬ শতাংশ। অন্যদিকে, Outlook, April, 2017 অনুযায়ী ২০১৬ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৪ শতাংশ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.১ শতাংশে। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১৫ সালে উক্ত আমদানি ৪.৪ শতাংশ অর্জিত হলেও রপ্তানি দাঁড়ায় ৩.৭ শতাংশে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালে ছিল ঋণাত্মক অর্থাৎ -০.৮ শতাংশ যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৯ শতাংশে এবং রপ্তানির প্রবৃদ্ধিও ২০১৫ সালে ছিল ১.৪ শতাংশ যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.৫ শতাংশে। একই পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৭ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪.০ শতাংশ ও ৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানি উভয়টিরই প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪.৫ ও ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে। অন্যদিকে Outlook এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৮ সালে উন্নত দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৪.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৩.২ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে ২০১৮ সালে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৪.৩ শতাংশে দাঁড়াবে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৩ শতাংশে দাঁড়াবে। এ পর্যায়ে Outlook এর পূর্বাভাস অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও উচ্চ আয় বৈষম্যের মত কাঠামোগত সমস্যার অবিরাম অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও উন্নত দেশের তুলনায় বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৬.১: বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৩.৪	৩.১	৩.৫	৩.৬
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	৪.৪	২.৪	৪.০	৪.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	-০.৮	১.৯	৪.৫	৪.৩
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	৩.৭	২.১	৩.৫	৩.২
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	১.৪	২.৫	৩.৬	৪.৩

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2017, IMF.

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যের ঋণাত্মক প্রভাবের কারণে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের ৪,১৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪৫.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয় হিসাবে ঘাটতি ১৬.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং মাধ্যমিক আয় প্রবাহ খাতে উদ্বৃত্ত ১৫.৬১ শতাংশ হ্রাস পায়। অপরদিকে, সেবা খাতেও ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে, চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে ২,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে (-) ১,১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য পরিস্থিতি ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হলো। এছাড়া, ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা সারণি ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবে ভারসাম্য

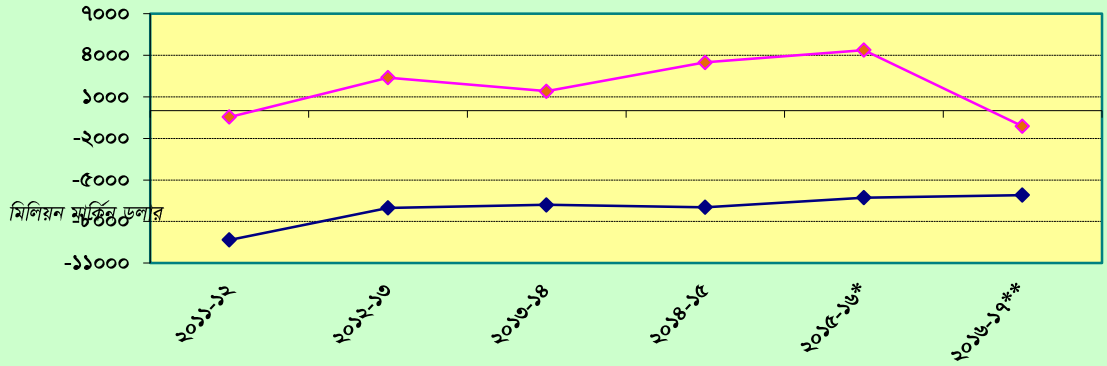

* সংশোধিত।** জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১৬-১৭।

সারণি ৬.২ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*	২০১৫-১৬**	২০১৫-১৬***	২০১৬-১৭***
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬২৭৪**	**-৪১৮৮**	**-৬০৮৯**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	২১৫৭৬	২২২৯১
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-৩৩৩০৯	-৩৩৫৭৬	-৩৬৫৭১	-৩৭৬৬২	-৩৯৭১৫	২৫৭৬৪	-২৮৩৮০
সেবা	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪০৯৬**	**-৩১৮৬**	**-২৭৯৩**	**-১৮১৮**	**-২১৮৯**
প্রাথমিক আয়	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২২৫২**	**-১৯০৬**	**-১১৩৪**	**-১৩১৯**
মাধ্যমিক আয়	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৫৫**	**১০০৪৮**	**৮৪৭৯**
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	*১২৭৩৪*	*১৪৩৩৮*	*১৪১১৬*	*১৫১৭০*	*১৪৭১৭*	*৮৫০৫*	*৭০৭১*
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৪০৯**	**৩৪৯২**	**৪৩৮২**	**২৯০৮**	**-১১১৮**
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব	**১৯১৮**	**৩৪৯২**	**৩৪৫৩**	**১৭৬৩**	**১৩৭২**	**১১২২**	**৩১০৩**
মূলধনী হিসাব	**৪৮২**	**৬২৯**	**৫৯৮**	**৪৯৬**	**৪৭৮**	**২৯৮**	**১৯৬**
আর্থিক হিসাব	**১৪৩৬**	**২৮৬৩**	**২৮৫৫**	**১২৬৭**	**৮৯৪**	**৮২৪**	**২৯০৭**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ(নীট)/১	১১৯১	১৭২৬	১৪৭৪	১১৭২	১২৮৫	৯৯৭	১১৭০
ভুল ভ্রান্তি	**-৯৭৭**	**-৭৫২**	**৬২১**	**-৮৮২**	**-৭১৮**	**-৮৮১**	**৪৬৪**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৫০৩৬**	**৩১৪৯**	**২৪৪৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক * সাময়িক **সংশোধিত *** জুলাই-ফেব্রুয়ারি (সাময়িক)**নোটঃ** বিওপি'র বিস্তারিত সারণি পরিশিষ্ট-৫৫ তে দ্রষ্টব্য।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় শতকরা ৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৮৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অব্যাহত থাকে। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চা (শতকরা ১০২.৮ ভাগ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (শতকরা ৫০.৫ ভাগ), কাঁচাপাট (শতকরা ৪৩.১ ভাগ), প্লাস্টিক দ্রব্য (শতকরা ৩৯.৯ ভাগ) এবং রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ১৩.৮ ভাগ) খাতসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (শতকরা ৩১.৪ ভাগ), প্রকৌশল সামগ্রী (শতকরা ৯.৮ ভাগ) এবং কৃষিজাত পণ্য (শতকরা ৭.৭ ভাগ), সহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। প্রাথমিক পণ্য	**১২৬৬**	**১৩০৫**	**৮১৫**	**৮৪১**	**৪.১**	**৩.৮**	**৩.৭**	**-৮.২**	**৩.১**	**৩.৩**
ক) হিমায়িত খাদ্য	**৫৬৮**	**৫৩৬**	**৩৭২**	**৩৫৮**	**১.৮**	**১.৬**	**১.৬**	**-১১.০**	**-৫.৭**	**-৩.৯**
খ) চা	**৩**	**২**	**১**	**৩**	**০.০**	**০.০**	**০.০**	**-১৯.১**	**-৩৯.০**	**১০২.৮**
গ) কৃষিজাত পণ্য	**৩৩৯**	**৩০৯**	**১৮৬**	**১৭২**	**১.১**	**০.৯**	**০.৮**	**-১৫.৭**	**-৮.৮**	**-৭.৭**
ঘ) কাঁচাপাট	**১১২**	**১৭৩**	**৯১**	**১৩১**	**০.৪**	**০.৫**	**০.৬**	**-১১.৪**	**৫৪.৬**	**৪৩.১**
ঙ) অন্যান্য	**২৪৪**	**২৮৫**	**১৬৩**	**১৭৮**	**০.৮**	**০.৮**	**০.৮**	**১৬.৫**	**১৬.৭**	**৯.১**
২। শিল্পজাত পণ্য	**২৯৯২২**	**৩২৯৭৪**	**২১৩১৮**	**২২০০৯**	**৯৫.৯**	**৯৬.৩**	**৯৬.৪**	**৩.৯**	**১০.২**	**৩.২**
ক) তৈরি পোশাক	**১৩০৬৫**	**১৪৭৮৪**	**৯৪৮৪**	**৯৫৬৩**	**৪১.৯**	**৪৩.২**	**৪১.৯**	**৫.০**	**১৩.২**	**০.৮**
খ) নীটওয়ার	**১২৪২৭**	**১৩৩৫৫**	**৮৬৪৩**	**৯০৭৬**	**৩৯.৮**	**৩৯.০**	**৩৯.৭**	**৩.১**	**৭.৫**	**৫.০**
গ) স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	**১০৭**	**১০৯**	**৭০**	**৬৮**	**০.৩**	**০.৩**	**০.৩**	**-১.৬**	**১.৬**	**-৩.১**
ঘ) হোম টেক্সটাইল	**৮০৪**	**৭৫৩**	**৪৮৫**	**৫০০**	**২.৬**	**২.২**	**২.২**	**১.৫**	**-৬.৪**	**৩.২**

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৫-১৬***	**২০১৬-১৭***	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭***	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭***
ঙ) কটন এবং কটন দ্রব্য	১০৭	১০৩	৬৯	৬৮	০.৩	০.৩	০.৩	-৭.৪	-৪.০	-০.৪
চ) চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১১৩১	১১৬১	৭৫৩	৮২৮	৩.৬	৩.৪	৩.৬	-০.৩	২.৬	১০.০
ছ) পাটজাত পণ্য	৭৫৭	৭৪৬	৪৭০	৫১৬	২.৪	২.২	২.৩	৮.৪	-১.৪	৯.৯
জ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	১১২	১২৪	৮২	৯৩	০.৪	০.৪	০.৪	২০.২	১০.৪	১৩.৮
ঝ) পাদুকা	১৯০	২১৯	১৪৯	১৫৮	০.৬	০.৬	০.৭	১০.৭	১৫.৪	৫.৯
ঞ) প্রকৌশল সামগ্রী	৪৪৭	৫১০	৩৬৬	৩৩০	১.৪	১.৫	১.৪	২১.৯	১৪.১	-৯.৮
ট) পেট্রোলিয়াম উপজাত	৭৮	২৯৭	২৩০	১৫৮	০.২	০.৯	০.৭	-৫২.০	২৮০.৮	-৩১.৪
ঠ) প্লাস্টিক দ্রব্য	১০১	৮৯	৫৯	৮২	০.৩	০.৩	০.৪	১৭.৯	-১১.৯	৩৯.৯
ণ) সিরামিক দ্রব্য	৪৩	৩৮	২৬	২৫	০.১	০.১	০.১	-৯.৬	-১২.৩	-৩.০
ত) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৯	১০	৬	১০	০.০	০.০	০.০	২০.০	১১.২	৫০.৫
থ) অন্যান্য	৫৪৪	৬৭৬	৪২৫	৫৩৩	১.৭	২.০	২.৩	২.০	২৪.৩	২৫.৩
মোট রপ্তানি	৩১২০৯	৩৪২৫৭	২২১২৪	২২৮৩৬	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৩.৪	৯.৮	৩.২

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। সারণি-৬.৪ এর তথ্য অনুযায়ী চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ৩,৮৪০.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৮.৫ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৪.৫ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১১.১ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.২ শতাংশ)। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪-এ দেখানো হলঃ

সারণি ৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০	১৯৫৫.৪	১১৭৪.০	৭৩১.৮	৪৩৫.৮	৫১৫.৭	৪৫৯.০	৪৫৭.২	১৪৭.৫	২৮৬০.৬	১২১৭৭.৯
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৬	২১৭৪.৭	১৩৭৪.০	৯৫৩.১	৪৮৮.৪	৫৭৯.২	৬৫৩.৯	৫৬৪.৪	১৭২.৬	৩৫৫৯.৯	১৪১১০.৮
২০০৮-০৯	৪০৫২.০	১৫০১.২	২২৬৯.৭	১০৩১.১	৪০৯.৮	৬১৫.৫	৯৭০.৮	৬৬৩.২	২০২.৬	৩৮৪৯.৩	১৫৫৬৫.২
২০০৯-১০	৩৯৫০.৫	২১৮৭.৪	১৫০৮.৫	১০২৫.৯	৩৯০.৫	৬২৩.৯	১০১৬.৯	৬৪৮.২	৩৩০.৬	৪৫২২.৩	১৬২০৪.৭
২০১০-১১	৫১০৭.৫	৩৪৩৮.৭	২০৬৫.৪	১৫৩৮.০	৬৬৬.২	৮৬৬.৪	১১০৭.১	৯৪৪.৭	৪৩৪.১	৬৭৬০.১	২২৯২৮.২
২০১১-১২	৫১০০.৯	৩৬৮৯.০	২৪৪৪.৬	১৩৮০.৪	৭৪২.০	৯৭৭.৪	৬৯১.৩	৯৯৩.৭	৬০০.৫	৭৬৮২.২	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৯	৭৩০.৮	১০৩৬.৬	৭১২.৫	১০৯০.০	৭৫০.৩	৯০৪৬.২	২৭০২৭.৪
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬	৪৭২০.৫	২৯১৭.৭	১৬৭৭.৭	৯৭০.৫	১৩৩২.৪	৮৫৮.১	১০৯৯.৬	৮৬২.১	১০১৫৪.৬	৩০১৭৬.৮
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৪৭০৫.৩৬	৩২০৫.৪৫	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬*	৬২২০.৩	৪৯৮৮.১	৩৮০৯.৭	১৮৫২.২	১০১৫.৩	১৩৮৫.৭	৮৪৫.৯	১১১২.৯	১০৭৯.৬	১১৯৪৭.৬	৩৪২৫৭.২
২০১৫-১৬**	৪১০০.৮	৩২১৪.৪	২৪৬৪.৬	১১৫৬.০	৬৫০.৩	৯০৪.৬	৫৫৪.৬	৭১২.৫	৭১১.৫	৭৬৫৪.৫	২২১২৩.৮
২০১৬-১৭**	৩৮৪০.৯	৩৭৮৪.৪	২২৯৩.২	১২৩৫.৩	৬১৪.৮	৯৫৭.৮	৬৬১.৩	৬৭৮.৬	৭০৩.৩	৮০৬৬.৮	২২৮৩৬.৩
শতকরা হার	১৮.৫৪	১৪.৫৩	১১.১৪	৫.২৩	২.৯৪	৪.০৯	২.৫১	৩.২২	৩.২২	৩৪.৬০	১০০.০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো * সাময়িক **জুলাই- ফেব্রুয়ারি ।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১০.২ ভাগ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যায়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৪২,৯২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫.৪ শতাংশ বেশি। সারণি ৬.৫-এ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামুলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৫ঃ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*	২০১৫-১৬**	২০১৬-১৭**
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৫৩২৭	৪০৩২	৩৯৩২	২৭৬৪	২৭৬৬
চাল	৩৪৭	৫০৮	১১২	১০০	৩১
গম	১১১৮	৯৮৩	৯৪৫	৬২১	৮১০
তৈলবীজ	৫০৮	৩৭৪	৫৩২	৩৬৬	১৭৭
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৯২৯	৩১৬	৩৮৪	২৯১	৩১৬
তুলা	২৪২৫	১৮৫১	১৯৫৯	১৩৮৬	১৪৩২
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৯৪৭৫	৭৯০৬	৮৫০৬	৫৬৫৭	৫৭৭০
ভোজ্য তৈল	১৭৬১	৯২৪	১৪৩৬	৮৯৮	১০২৯
পেট্রোলিয়াজাত পণ্যসামগ্রী	৪০৭০	২০৭৬	২২৫৬	১৪৫৫	১৮৭৮
সার	১০২৬	১৩৩৯	১১১২	১০১৫	৫৮৮
ক্লিংকার	৬১৯	৬৩৮	৫৭১	৩৫৬	৩৮৪
স্টেপল ফাইবার	৪৯৩	১০৭৮	১১৭২	৬৮১	৬৬৬
সূতা	১৫০৬	১৮৫১	১৯৫৯	১২৫২	১২২৫
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	২৩৩২	৩৩২১	৩৩৯৯	২০৮২	২৫৮১
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	২৩৫৯৮	২৫৪৪৫	২৭০৮৪	১৭৩৪১	১৯৫৫৫
সর্বমোট (সিআইএফ)	**৪০৭৩২**	**৪০৭০৪**	**৪২৯২১**	**২৭৮৪৪**	**৩০৬৭২**
শতকরা পরিবর্তন	১৯.৫	-০.১	৫.৪	-	১০.২

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক *সাময়িক **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ২৯.২ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (শতকরা ১২.৮ ভাগ) ও জাপান (শতকরা ৪.৬ ভাগ)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশের আমদানি বাবদ মোট ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৭,৮৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৮	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০২৭	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩৮১৯	৩২১৪	১৫৫০	১২৩২	১০৪৬	৮৩৯	৭৮৮	৫৪২	৪৬৯	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৬০৩৬	৭৫৪১	২২৯০	১২৮৪	৭৫৯	৯১৯	১১৯৯	৮৩৬	২০৪২	১৭৮২৬	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৮২৮	৮২৩২	২১৯৯	১৫২৪	৮৫২	৮১৮	১২২৩	৬৯১	১৩০০	১৮০৩৭	৪০৭০৪
২০১৫-১৬*	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৭৭৩	৪২৯২১
২০১৫-১৬**	৩৬৮৫	৮১৫৭	৭৭৮	১২৩৮	৫৬৮	৬৪৫	৮৭৮	৭৫৫	৭২৯	১০৪১১	২৭৮৪৪
২০১৬-১৭**	৩৯৩৫	৮৯৬৭	১৩৯৮	১৩৫১	৪৮৩	৬৫১	৯৮৮	৭৩৬	৬৮৮	১১৪৭৫	৩০৬৭২
শতকরা হার	১২.৮	২৯.২	৪.৬	৪.৪	১.৬	২.১	৩.২	২.৪	২.২	৩৭.৪	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *সাময়িক **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে (৩১ মে, ২০০৩ হতে) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এর চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে আসছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে মোট ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে এবং ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখে টাকার গড়ভারিত মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৮.২ যা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত শতকরা ০.৫১ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়ে ৭৮.৬ এ দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০১৫-১৬ শেষে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় টাকার মান ০.৭৭ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এর পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেলেও রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২ শতাংশ বেশি। একইভাবে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২,৮৩৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.২ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,১১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৭.০ শতাংশ কম। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৭ ঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার গড় ভারিত বিনিময় হার
২০০৬-০৭	৬৯.০৩
২০০৭-০৮	৬৮.৬০
২০০৮-০৯	৬৮.৮০
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭*	৭৮.৬২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৬.২: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

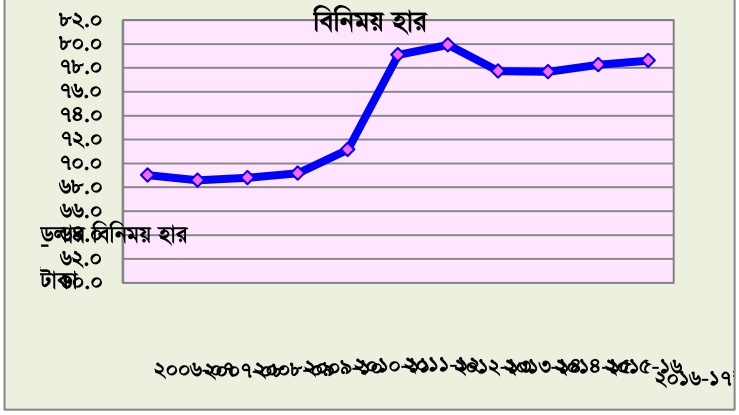

উৎসঃ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্সের ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে ২৫,০২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে দাঁড়ায় ৩০,১৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স হ্রাসের তুলনায় রপ্তানি আয়ের পরিমাণ কম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ তুলনামূলক কম হয়। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি জুন, ২০১৬ শেষে পূর্বের রেকর্ড ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ৩০ জুন, ২০০৭ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮-এ এবং লেখচিত্র ৬.৩- এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৩.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫৫৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৭৬
*১৯.০৪.২০১৭	৩২৪৬৬

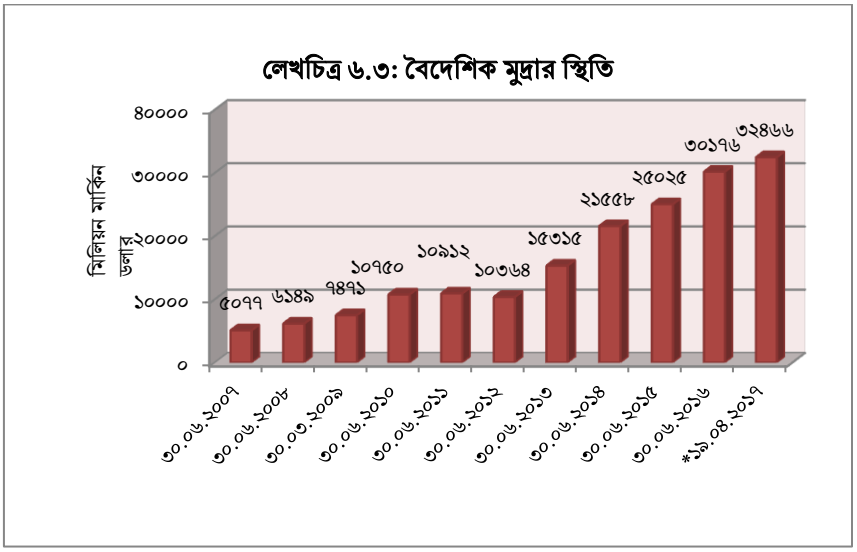

উৎসঃবাংলাদেশ ব্যাংক।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। সারণি ৬.৯-এ ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫,১০,২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথাঃ (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২)

রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপ্রাণী ও হাঁসমুরগি, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষিখাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৬-১৭ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভাড়িত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৪.৬১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। নিম্নের সারণিতে ২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পূরক শুল্কের পর্যায়গুলো দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.১০: সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান পর্যায়সমূহ

অর্থ বছর	সম্পূরক শুল্ক (%)
২০১৩-১৪	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২৫০,৩৫০ ও ৫০০
২০১৪-১৫	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০ ও ৫০০
২০১৫-১৬	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০ ও ৫০০
২০১৬-১৭	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০, ৫০০ ও ২০০০

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সারণি ৬.১১ তে ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.১১: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭
২০১৬-১৭	১৪.৬১

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমে মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিওসংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ

সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নেগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেইজড সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় । এ সকল বিধি- বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারিখাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং সচেতন করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম এবং অব্যাহত ভাবে এ জাতীয় কার্যাদি করা হচ্ছে ।
- ডব্লিউটিওর বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক ওর্য়াকশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ইতোমধ্যে ট্রিপস, এসপিএস, নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ডব্লিউটিও'র ১০ম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের ফলাফল অবহিত করার জন্য গত ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ 'Outcome of 10th WTO Ministerial Conference and LDCs' Services Waiver' শীর্ষক ০২ (দুই) দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারিখাতের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট ডব্লিউটিও'র Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির আওতায় Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করা হয় । এ স্ট্যাডির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে Aid for Trade এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। অধিকন্তু EIF এর Tier-1 আওতায় 'Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion' ৯ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় 'Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying opportunities and challenges' এবং 'Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets' শিরোনামে দু'টি স্টাডির কার্যক্রম চলমান আছে। তা'ছাড়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রেড এগ্রিমেন্ট ও ডকুমেন্টের সমন্বয়ে একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বিদ্যমান অ-শুল্ক (নন-ট্যারিফ) প্রতিবন্ধকতা দূর করে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।
- বাংলাদেশ চতুর্থ বারের মত গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এলডিসি গ্রুপ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। LDC Coordinatorship-এর দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি গ্রুপ এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র ১০ম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সে ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি, রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন এবং সার্ভিস ওয়েভারে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নেগোসিয়েশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- গত ৩-৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ সময়ে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর ৯ম মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যে বিদ্যমান পদ্ধতি সহজীকরণের বিষয়ে 'Agreement on Trade Facilitation' শীর্ষক একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়। এ এগ্রিমেন্টটিকে ডব্লিউটিও'র মূল এগ্রিমেন্ট WTO Agreement-এ অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে একটি সংশোধনী প্রটোকল' Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization' প্রণয়ন করা হয়।

- উল্লিখিত Agreement on Trade Facilitation এবং সংশ্লিষ্ট Protocol গত ১৩ জুন, ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। অনুসমর্থন সংক্রান্ত 'Instrument of Acceptance' মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরের পর জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশনে প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশনের রাষ্ট্রদূত ট্রেড ফেসিলিটেশন চুক্তির জন্য প্রণীত বাংলাদেশের অনুসমর্থন পত্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক জনাব রবার্তো এ্যাজোভেডো এর নিকট হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশ ৯৪ তম দেশ হিসেবে TFA চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে।
- উল্লেখ্য, ডব্লিউটিও'র বিধান অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুসমর্থন হওয়ায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টটি কার্যকর হয়ে যা ডব্লিউটিও'র মূল এগ্রিমেন্ট WTO Agreement -এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । এক্ষেত্রে কোন সদস্য দেশ অনুসমর্থন না করলেও ডব্লিউটিও সদস্য হিসেবে তার উপর চুক্তিটি কার্যকর হবে।
- এগ্রিমেন্টের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ (১) আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের প্রবাহ ও চলাচল আরও ত্বরান্বিত করা; (২) উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে ট্রেড ফেসিলিটেশনের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়তা বৃদ্ধি করা; (৩) বিভিন্ন দেশের শুল্ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- এগ্রিমেন্টটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য যেমন সহজতর হবে, তেমনি বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ট্রেড ফেসিলিটেশন পদ্ধতি উন্নত করা হলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যও লাভবান হবে।
- এগ্রিমেন্টে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ও 'ফ্লেক্সিবিলিটি'সহ প্রয়োজ[illegible] ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রাপ্তির বিধান রাখা হয়েছে।
- এগ্রিমেন্ট এর বিভিন্ন বিধান বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন আন্তর্জাতিক চাপের সম্মুখীন হবে না। কারণ, চুক্তির সকল কার্যক্রম (Measures) কে নিজের ইচ্ছানুযায়ী তিনটি ক্যাটেগরিতে (এ, বি, সি) চিহ্নিত করার বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্যাটেগরি চিহ্নিত করা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- তাছাড়া, কোন কার্যক্রম (Measures) এর ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের সক্ষমতার অভাব থাকলে সক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে না। এ সকল কারণে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট অত্যন্ত সহজ ও শিথিল (Flexible) একটি এগ্রিমেন্ট। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার পাশাপাশি মোট চার বার এলডিসি কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সব সময়ই এলডিসি গ্রুপে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট নেগোসিয়েশনেও বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ।
- গত ১৫-১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়কালে কেনিয়ার নাইরোবিতে ডব্লিউটিও'র ১০ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্স ডব্লিউটিও'র সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ। ডব্লিউটিও'র বিধান অনুযায়ী প্রতি দুই বছর অন্তর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিও প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত দশ বার এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র দশম মিনিস্টেরিয়েলে এলডিসি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছে।
- উক্ত সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকুলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমুহ গৃহীত হয়:

(ক) এ সম্মেলনে সহজ ও স্বচ্ছ Rules of Origin প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ

সিদ্ধান্তের ফলে শতকরা ৭৫ ভাগ কাঁচামাল Outsourcing করে পণ্য প্রস্তুতপূর্বক প্রদত্ত সুবিধার আওতায় রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, গার্মেন্টস, কেমিক্যালস এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে simple transformation এর সুবিধা পাওয়া যাবে। শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে Rules of Origin অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Rules of Origin এর শর্তাদি কঠিন হলে অনেক ভাল স্কীম থেকেও কোন সুবিধা ভোগ করা যায় না। এ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(খ) সেবাখাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) ঔষধের মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবার কথা ছিল। এতে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছিল। ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা সংক্রান্ত WTO TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Council এবং General Council এর সিদ্ধান্ত মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাগত জানানো হয়। এতে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সূলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকী প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

(ঘ) এছাড়াও, চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্সে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসহ একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। মিনিস্টিরিয়ালে বড় দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতানৈক্য স্বত্বেও বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ কতিপয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা আদায়ে সমর্থ হয়। ঘোষণাপত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঘ কার্যকর বাজার সুবিধাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন বাধ্যবাধকতার (Commercially meaningful and legally binding) অঙ্গীকার করা হয়। তাছাড়া, বড় বড় আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ যাতে ডব্লিউটিও'র মূল নীতি ও দর্শনের ব্যত্যয় না ঘটায় এবং অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

- **দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা)ঃ** সাফটাভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৪-৬ জানুয়ারি, ২০০৪ খ্রিঃ তারিখে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্কভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে ১৪তম সার্ক সামিটে আফগানিস্তানকে সাফটা চুক্তিতে নতুন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেনসিটিভ লিস্ট, রুলস অব অরিজিন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং শুল্ক হ্রাসের ফলে স্বল্পোন্নত দেশমূহের রাজস্ব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা চূড়ান্তকরণের পর সদস্য দেশসমূহের অনুসমর্থনের মাধ্যমে চুক্তিটি ১ জুলাই, ২০০৬ সাল হতে কার্যকর হয়েছে এবং চুক্তির ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রাম (টিএলপি) প্রক্রিয়াও ১লা জুলাই, ২০০৬ থেকে কার্যকর হয়। সর্বশেষ সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে ডব্লিউসিও (World Custom Organization) -এর এইচএসকোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০২২টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ১,০৩১টি। গত ৪ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাফটার কমিটি অব এক্সপার্ট (সিওই) এর বিশেষ সভায় ২০২০ সালের মধ্যে

সেনসিটিভ লিস্ট এ পণ্য সংখ্যা ১০০টিতে নামিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান, ভারত, ভূটান ও মালদ্বীপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান পণ্য সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩৫টি-এ নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলংকা পণ্য সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত অবহিত করবে বলে জানিয়েছে। সাফটার আওতায় গত ৬ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামবাদে অনুষ্ঠিত সভায় সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা কমিয়ে আনার ব্যাপারে সার্কভুক্ত দেশসমূহ ঐকমত্য পোষণ করে। বর্তমানে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের নিকট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সাফটার আওতায় বাণিজ্যে ভারতের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের অবস্থানে রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স বা অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন প্রদান করেছে। এতদসংক্রান্ত কমিটি অব এক্সপার্ট এসব বাধাসমূহ ক্রমশঃ হ্রাস/দূরিকরণের উদ্দেশ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

- **সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) :** ২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে । এছাড়া টেলিকম ও ট্যুরিজম শীর্ষক ২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস্ ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। উল্লেখ্য, এ পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে অদূর ভবিষ্যতে সে খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এতদসংক্রান্ত খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৬ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাটিস-এর ১১তম এক্সপার্ট গ্রুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান তাদের প্রাথমিক অফারের তালিকা প্রণয়ন করেছে।

- **এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)ঃ** এসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ, যথাঃ- বাংলাদেশ, ভারত, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এসকাপভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণই এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসর্মথন করেনি। ২০০১ সালে চীন এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীন যোগদান করার পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) নামকরণ করা হয়। এই সব ট্রেড নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। নভেম্বর, ২০০৫ -এ অনুষ্ঠিত আপটার প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় চুক্তিটি একটি নতুন চুক্তিরূপে স্বাক্ষরিত হয়। ২৬ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ভারতের গোয়াতে দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্বান্তক্রমে আপটা সদস্য দেশসমূহের ৪র্থ দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয়। এ নেগোসিয়েশনে শুল্ক সুবিধা গভীরতর ও বিস্তৃততর করার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ও অর্ন্তভুক্ত করা হয়, যারমধ্যে অশুল্ক বাধা, বাণিজ্য সহজীকরণ, সেবা খাত এবং বিনিয়োগ অন্যতম। ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে Framework Agreement on Trade Facilitation এবং Framework Agreement on Investment স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২৪ আগষ্ট, ২০১১ তারিখে Framework Agreement on the Promotion and Liberalization of Trade in Services স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মঙ্গোলিয়াকে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয় । এতে বাংলাদেশ কর্তৃক সাধারণত আপটা দেশগুলোকে ৫৯৮টি পণ্যে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ

পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আরো ৪টি পণ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়। তাছাড়া, সদস্যভুক্ত দেশ ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ ট্যারিফ কনসেশন প্রদান করবে এ মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপরন্তু, ১ জুলাই, ২০১৭ এর মধ্যে সদস্যভুক্ত দেশ রুলস অব অরিজিন প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, অক্টোবর, ২০০৭ সালে চতুর্থ রাউন্ড চালুর পর জানুয়ারি, ২০১৭ সালে এর নেগোশিয়েশন সমাপ্ত হয়। এই রাউন্ডে শুল্ক সুবিধা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাংলাদেশের বাণিজ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

- **টিপিএস-ওআইসিঃ** ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হয়। নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ৪০টি সদস্য দেশ এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট-এ স্বাক্ষর এবং ৩০টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। ২০০২ সালে ১০টি ওআইসিভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট কার্যকর হয়। TPS-OIC এর আওতায় গঠিত ট্রেড নেগোশিয়েশন কমিটি (টিএনসি) ইতোমধ্যে প্রথম দফা বাণিজ্য আলোচনা সম্পন্ন করেছে। প্রথম দফা আলোচনায় সদস্য দেশসমূহ 'Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC' (PRETAS) চূড়ান্ত করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ১৭টি দেশ Protocol-এ অনুসমর্থন করেছে। ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত রুলস অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন, ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করে । বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। বর্তম অফার লিস্টটি WCO -এর এইচএসকোড-২০ সাল অনুসারে প্রণীত ৪৭৬টি পণ্যের লিষ্টাট এইচএসকোড-২০১২ তে রুপান্তর করায় পণ্য সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪৪০টি। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে রুলস অব অরিজিনের (৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে। উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ থেকে PRETAS কার্যকর হওয়ার শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে প্রথম তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড লাভ করেছে বিধায় উল্লিখিত তারিখ হতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করার বাধ্যবাধকতা নেই।

- **ডি-৮ (ডেভেলপিং-৮)ঃ** ১৯৯৭ সালের ১৫ই জুন তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে ডি-৮ নামে পরিচিত। ডি-৮ গ্রুপের আওতায় প্রিফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পিটিএ) চালু হয় এবং ২০১১ সালে তা কার্যকর হয়। তবে রুলস অব অরিজিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত থাকার কারণে বাংলাদেশ ডি-৮ পিটিএ অনুসমর্থন করেনি বিধায় শুল্ক সুবিধা বিনিময় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হচ্ছে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মূল্য সংযোজন ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করলেও অদ্যাবধি অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ এতে রাজি হয়নি। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ডি-এইটভুক্ত ৭টি সদস্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীগণকে চিঠি দিয়েছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চতুর্থ সুপারভাইজার কমিটি সভায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রুলস অব অরিজিন এ মূল্য সংযোজনের শর্ত হিসেবে ৩০ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রস্তাবটি পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। চতুর্থ সুপারভাইজার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ জুলাই,২০১৬ হতে ডি-৮ আওতাভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে মিশর ও বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে শুল্ক সুবিধা বিনিময় কার্যকর হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মে,২০১৬-এর সভায় বিশদ আলোচনা শেষে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মূল্য সংযোজন ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করার বিষয়ে

পুনরায় পরবর্তী সুপারভাইজার কমিটিতে আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- **দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমসকেটক)ঃ** বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে The Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবাখাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে ১৩টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: (১) ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, (২) টেকনোলজি, (৩) এনার্জি, (৪) ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশন, (৫) ট্যুরিজম, (৬) ফিশারি, (৭) এগ্রিকালচার, (৮) কালচারাল অপারেশন, (৯) এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, (১০) পাবলিক হেলথ, (১১) পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, (১২) পোভার্টি অ্যালিভিয়েশন এবং (১৩) কাউন্টার টেররিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম। এই চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment, (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (৬) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism ইত্যাদি

চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) গঠন করা হয়। ১১তম ও ১৮তম বিমসটেক টিএনসি সভায় (১) Agreement Trade in Goods, (২) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৩) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চূড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০তম টিএনসি সভা ৭-৯ সেপ্টেম্বর,২০১৫ তারিখে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। টিএনসি'র এ সভায় কাস্টমস বিষয়ে প্রটোকল এর খসড়া প্রণয়ন করার জন্য ভারতকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং বিষয়টি পরবর্তী টিএনসি'র সভায় উত্থাপন করার সিদ্বান্ত নেয়া হয়। সেবাখাত ও বিনিয়োগ-এর উপর নেগোসিয়েশন অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, এ সভায় নেপালকে ভুমিকম্প পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার জন্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া শুরু ও সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত এক বছর প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সভায় ১ জুলাই, ২০১৬ হতে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি।

- **ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ)ঃ** বাংলাদেশের সাথে বর্তমানে কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে তুরস্ক, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার মেসিডোনিয়া, ও মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, চীন ও ভুটান এর সাথে বাংলাদেশের পিটিএ/এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

- **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য**

বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণযাদের নিকটবর্তী কোন , তাদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় ,বাজার নেই-হাট

পণ্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে২২ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাটস্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকস্ (ইউ.ও.এম) বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ১৮ জুলাই, ২০১১ তারিখ কুড়িগ্রাম সীমান্তে বালিয়ামারিতে প্রথম এবং ১ মে, ২০১২ তারিখে সুনামগঞ্জের ডলারোতে দ্বিতীয় ১৩ , জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পূর্ব মধুগ্রাম ও ছয়ঘড়িয়ার মধ্যবর্তী স্থানের সীমান্তে তৃতীয় এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা উপজেলার তারাপুর সীমান্তে চতুর্থ বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের সীমান্ত এলাকার লোকজন তাদের পণ্য সহজে বেচাকেনা করতে পারছে- এবং এতে ইনফরমাল বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে আরও-৪টি এবং মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলা ও কমলগঞ্জ উপজেলায় ২টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৮ মার্চ ১৯৭২ তারিখ স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিটি তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনের সুবিধা রেখে গত ৬ জুন, ২০১৫ তারিখ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। শ্রীলংকার সাথে ১৯৭৭ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি এখনও বলবৎ রয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছে।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফরকালে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি বাণিজ্য চুক্তি ও এতদসংক্রান্ত প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ও ভুটানের পণ্য পারস্পরিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বুড়িমারি ও তামাবিল ছাড়াও নকুগাঁও ও হালুয়াঘাট স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চলছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভূটান ফ্রেমওয়ার্ক ট্রানজিট এগ্রিমেন্টের খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মিয়ানমার জয়েন্ট ট্রেড কমিশনের ৭টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ গত ১৪-১৫ ডিসে ২০১৩ তারিখে মিয়ানমারে ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে ব্যাংকিং চ্যানেল ও এশিয়া ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে (ACU) ব্যবহার করে বাণিজ্য সম্পাদন, একক চালানে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে বর্ডার হাট চালু, মায়ানমারের বিশাল আবাদি জমি চাষ করে ফসল আমদানি, বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ, মায়ানমার থেকে জল-বিদ্যুৎ আমদানি, তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সেক্টরে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-মায়ানমার নৌ-প্রটোকল চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলংকার বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিরাজমান শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ও ওয়ার্কিং গ্রুপ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- **ট্রেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম (টিকফা)**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এ গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়। টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম প্রস্তুত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) এর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা গত ২৮ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। টিকফা ফোরামের দ্বিতীয় সভা গত ২৩-২৪ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপাক্ষিক সভায় 'GSP Action Plan' পর্যালোচনাসহ বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ, বালি প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব এ্যাকশন বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক Tariffs on Fire, Electrical and Structural Safety Equipment, Public Tender Specifications, Double Fumigation-cotton, Diabetes Drugs, rrency Issues, Delayed Payment, Intellectual operty Rights (IPR), Regional Economic Development, TICFA Labour Affairs Committee TICFA Women's এবং Economic

Empowerment Committee গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোরামে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিনিময় করে। এতে করে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

- **বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত মেজার্স**

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর আরোপিত বিভিন্ন মেজার্স (যেমন-এন্টি ডাম্পিং ডিউটি, কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি ও সেইফগার্ড ডিউটি) সম্পর্কে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পাকিস্তান ও ভারত বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করলে কমিশন বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।